নগরী চাবি

সিদ্ধেশ্বর সেন

ধর্মাধিকরণে, মহা-
করণে, কমিটি-কক্ষে, এক-এক
দুই এক ক'রে, এসে জমে

বাণিজ্যদূতেরা সব, এসে গেছে
পণ্যবাহী খালে খেয়ে, খাবি

ম্যানহোলের মধ্যে, ম্যানহোলের মধ্যে
কবে যেন

পড়ে গেছে নগরীর চাবি

আমি এক ইতিহাস - কাপুরুষ
আমার মাথার মধ্যে চেরে রাতের করাত, আর,
জোড় - ভাঙে দিনের দুর্মুশ

গুরুগম্ভীর চালে আমাদের অস্তিত্ব গড়ায়
করপোরেশনের কলে গলে - পড়া ফোঁটায়, হর্‌রায়
লায়ন্স - রেঞ্জের ধারে সিংহ - বিক্রমে, চড়াদামে
বেচাকেনা হ'য়ে গেল মানুষের মহার্ঘ - হৃদয়
আমরা অপেক্ষা করি, নকল - বিকেল, আর
গ্রহ-স্বস্ত্যয়নে, অপেক্ষায়

আমি কোনো জাতির জনক কিম্বা পৌর-
পিতৃত্বের দায়ে নেই
আমাকে বহন ক'রে নিয়ে যেতে আসে, এক
আশ্চর্য চারপেই

মারি বর্ষণের ঘোর প্রাকৃতিক
ঘটার ভিতর
তোমারই আজ্ঞা ছিল, ভাবি

ম্যানহোলের মধ্যে ম্যানহোলে
কবে থেকে
পড়ে আছে নগরীর চাবি।।

ভ্রমন কাহিনী

সিদ্ধেশ্বর সেন

আহা, এই এরা ধুলার দুলাল মেলবার ডানা পায়নিকো
আকাশে ওদের ইচ্ছাময় ঘুড়িগুলি ওড়ে

আহা, এই এরা ধুলার দুলাল মেলবার ডানা পায়নি যে
ময়ূরপঙ্খী চাঁদিয়ালে স্তর স্তর মেঘের ভিতরে স্বপ্নচালিত, স্বপ্ন
খোঁজে

পাটল আকাশ তার ফ্রেমে - বাঁধা আয়না তুলে ধ'রে
আকাঙ্ক্ষার সব সুতো ছেড়ে দিয়ে ওরা শুধু একমনে প্রতিবিম্ব
দ্যাখে

ইঁট ও সুরকির পাশে, বস্তির টালির ছাদ থেকে, তেতলার ছাদের
উপরে

সর্বত্র ওদের দেখি ছুটোছুটি করে যেন শরীরী এ আশা

আর একটি রাত্রির খাপে, তবু সেই রাত্রি হানে ছুরি
আল্‌তো সুতো কেটে দেয়, মুখর ঘুড়িরা বোবা হ'য়ে নেমে পড়ে

নিঃস্ব হ'য়ে রিক্ত হ'য়ে, সমস্ত ইচ্ছার মৃত্যু হ'য়ে
এক-একটা গুমোট ঘরে শিশুরা যেখানে চাপা ঘুমে কাত্‌রিয়ে ওঠে

পাশে শোওয়া মার গায়ে কখন অজান্তে হাত রেখে, ফের শান্ত হ'লে
আবার যাতনাহীন ঘুড়িগুলি ছেড়ে দেয় স্বপ্নের ভিতরে।

উজানি কবিতা

গৌতম চৌধুরী

কেবলই ভুলি পথ, পথের আঁকা বাঁকা
জীবনগ্রন্থিটি সামলাই
বাতাস তোলপাড়, তবুও খোলা থাক
চৌকো একফালি জানলা

উথাল শালপাতা একাকী পাক খায়
কোথায় কতদূরে জঙ্গল
স্বপ্নে পচে ওঠে প্রাচীন দ্রাক্ষার
সোনালি জলধিতরঙ্গ

তরণী ভেসে যায় আকাশগঙ্গায়
তরণী ভাসে মহাশূন্যে
বধির গান গায়, গিরিও লঙ্ঘায়
পঙ্গু তার পাপপুণ্যে

একাকী শালপাতা বাতাসে পাবে পথ ?
পাবে কি ডালপালা - মর্মর ?
সকল প্রশ্নই তরল জলবত
তবুও প্রশ্নই ধর্ম

ধর্ম মেনে চলি একাকী, মন্থর
যেভাবে মানে জীবজন্তু
বাতাসে উড়ে যায় জীবন, গ্রন্থ
আড়ালে হাসে প্রাণবন্ধু

গঙ্গা

সায়ক সামন্ত

যেখানে জল শুধু, কেবলি কুলুকুলু
শব্দ করে সেথা, গঙ্গা বয়
ও জলে যদি দেখ আলোর ঝিকিমিক
পূণ্য হয় শুধু পুণ্য হয়।

ঘাটেতে ঘাট বাঁধা রয়েছে যত ব্যথা
সে কথা কে-ই বল জানতে চায়
যদিও বটতলে বসেছে খোলা মনে
শ্রান্তি যায় সব শ্রান্তি যায়

সন্ধ্যা হলে জেনো নিবিড় ছায়া নামে
শ্রান্ত বটতলে গঙ্গা বয়
তারারা ঝিকিমিকি চাইছে মিটিমিটি
আঁধারে ঢেকে গেছে এই সময়

যদিও খোলা মনে বসেছ ওই পারে
জীবন ভরে পাবে জলোচ্ছ্বাস
সকল কালিঝুলি মনেতে মুছে যাবে
সুখেতে ভরে যাবে এ বারোমাস।

দূষণ

রঞ্জন ভৌমিক

স্বভাবে নিরীহ আমি, ছিলাম গাছের মতো স্থির,
পাতায় কলঙ্ক - দাগ এঁকে দিলো বাতাসের ধুলো।
বাতাস দূষিত হ'লে সবখানে সঙ্কট গভীর...
ফুল হয় অপবিত্র, অকালে শুকায় ফলগুলো।

পাখিরা আসে না আর চ'লে গেছে এ বাগান ছেড়ে,
ছোঁবেনা অঙ্গের কালি, গাছে ধুলো কে লাগাতে চায় ?
কে আনবে শুদ্ধ জল আকাশের মেঘ থেকে পেড়ে ?
এসো বৃষ্টি, শুদ্ধ করো, ঝরো ঝরো দূষিত পাতায়